দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

34

ঝিনাইদহ: অর্থাভাবে একাডেমিক ভবন ও ছাত্রদের ২য় আবাসিক হল (ডানে) নির্মাণ স্থগিত —ইত্তেফাক

অর্থাভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ

।। বিমল কুমার সাহা ও এম এ রেজা ।।

অর্থাভাবে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চলতি বছরের বরাদ্দকৃত টাকা এখনও আসে নাই।

সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৯ সালে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাজীপুর হইতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব স্থান শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার জন্য ন্যূনতম ব্যয় সাপেক্ষে '৯৫ সালের জুন পর্যন্ত ৩২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। '৯১ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করিয়া কুষ্টিয়া ক্যাম্প অফিস হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উঠিয়া আসিবার কথা ছিল। গণপূর্ত বিভাগ ১২ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করিয়া নির্মাণ কাজ শুরু করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে ২০টি ষ্টাফ কোয়ার্টার, পাম্প হাউজ, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, সাদ্দাম হোসেন হলের অর্ধেকাংশ, ক্যাম্পাসের ভিতরে রাস্তায় ইট বিছানো ও বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হইয়াছে। প্রশাসনিক ভবন ও সাদ্দাম হোসেন হলের বাকী অর্ধাংশ নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

কিন্তু অর্থাভাবে একাডেমিক ভবন ও দ্বিতীয় ছাত্রাবাসের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের সাথে আলাপ করিয়া জানা যায়, সাদ্দাম হোসেন হলে ৫ শত ছাত্রের আবাসনের ব্যবস্থা হইবে। একাডেমিক ভবন নির্মাণ না হওয়ায় ছাত্রদের ক্যাম্পাসে নিয়া যাওয়া সম্ভব হইতেছে না।

জানা যায়, চলতি অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়। তাহাও কমাইয়া এখন এক কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলা হইতেছে।

১৯৮০-৮১ সালের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকল্পনায় অনেক কাট-ছাট করা হইয়াছে। তখন ইসলামী শিক্ষা, মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ খোলার কথা ছিল। এবার মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে আরবী ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ছাত্র ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। মূল পরিকল্পনাতে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ও ৪ শত ছাত্রীর পড়াশুনার সুযোগ দানের কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক হল নির্মাণেরও কথা ছিল। আপাতত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি করা হইতেছে না বলিয়া জনৈক কর্মকর্তা জানান।